

ছড়া
সুকুমার রায়
ছবি
সত্য চক্রবর্তী
কমলা
প্রকাশনী

ছবি-সত্য চক্রবর্তী



৮০

নিউ বুক ট্রাস্ট
৪,নবীন কুন্ডু লেন. কলিকাতা-৯,

প্রকাশক :—
আর. যোশী
রাজপুর, ২৪ পরগণা

প্রথম প্রকাশ :—১৯৮৪
নতুন সংস্করণ—১৯৮৭

মূল্য :—চার টাকা

মুদ্রাকর :—
শ্রীমাণিকলাল ভট্টাচার্য্য
গৌরী প্রেস
২এ, কেদার দত্ত লেন
কলিকাতা-৬

আবোল তাবোল

আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা
স্বপন দোলা নাচিয়ে আয়,
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।
আয় যেখানে ক্ষ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর,
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন্ সুদূর।









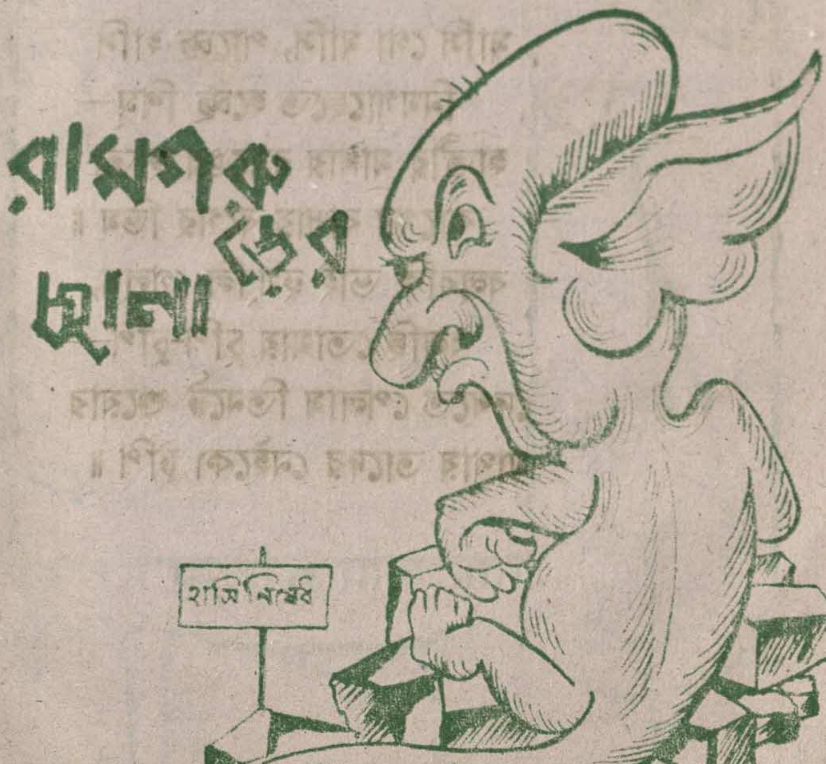
শুনতে পেলাম পোস্তা গিয়ে
তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে ?
গঙ্গারামকে পাত্র পেলে ?
জানতে চাও সে কেমন ছেলে ?

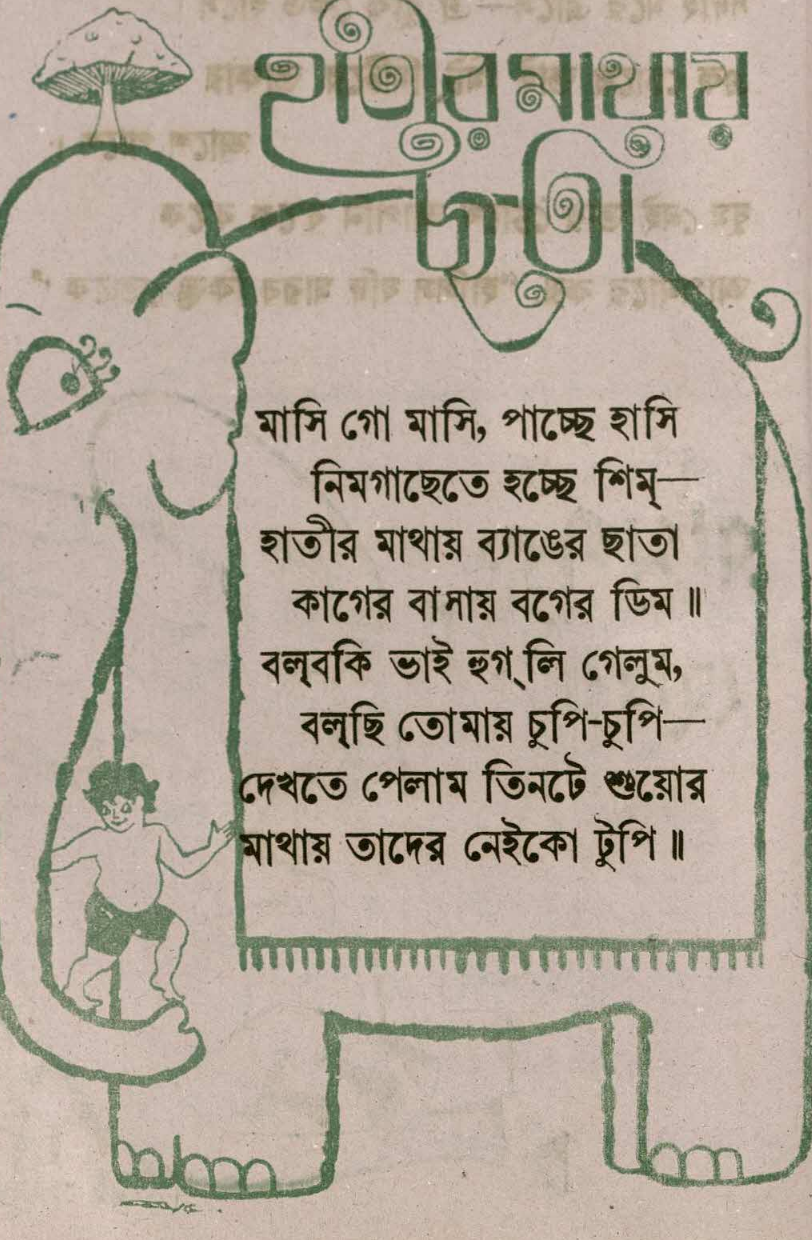
সৎপাত্র

মন্দনয়, সে পাত্র ভালো—
রঙ যদিও বেজায় কালো ;
তার উপরে মুখের গঠন
অনেকটা ঠিক পেঁচার মতন।

রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা শুনলে বলে, "হাসব না-না, না-না"
সদাই মরে ত্রাসে—ঐ বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিট্‌ মিটিয়ে তাকায়
আশে পাশে।

ঘুম নেই তার চোখে আপনি ব'কে ব'কে
আপনারে কয়, "হাসিস যদি মারব কিন্তু তোকে!"

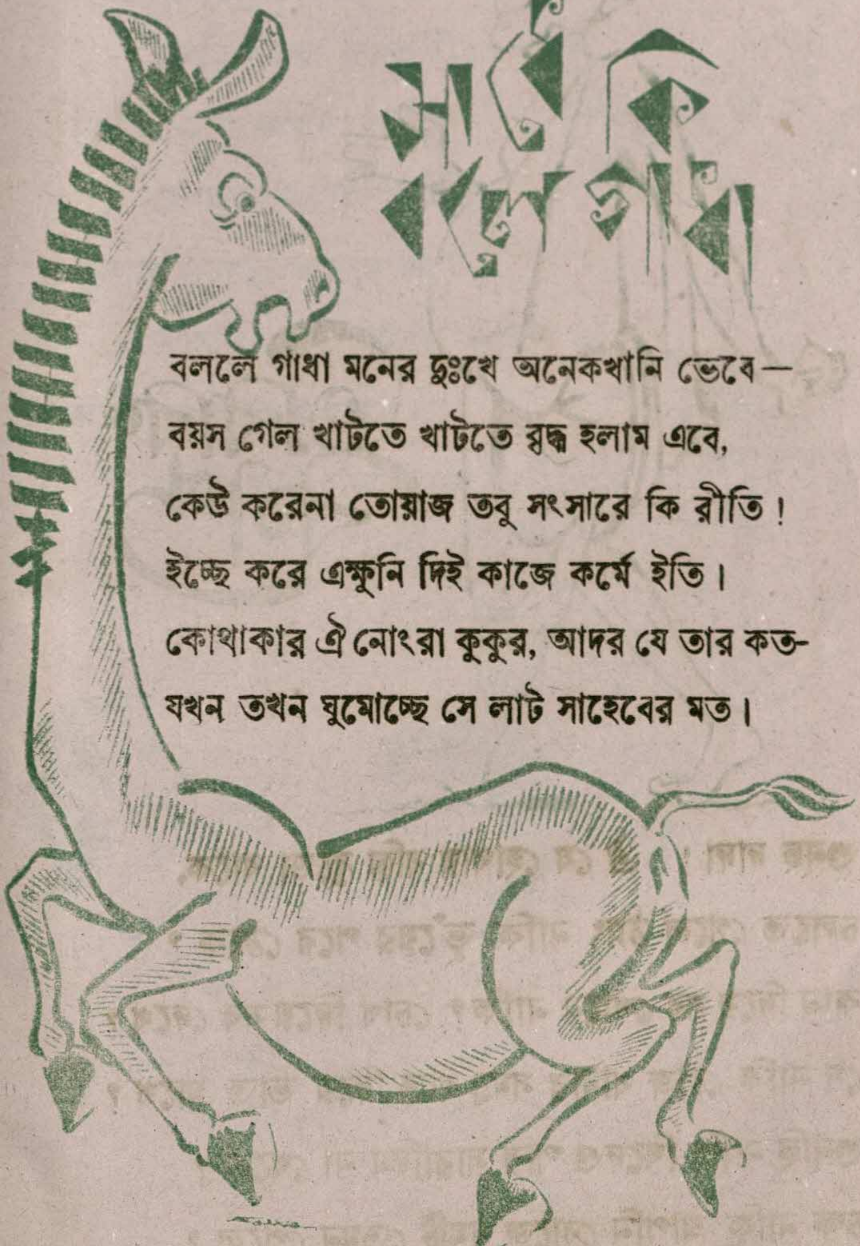




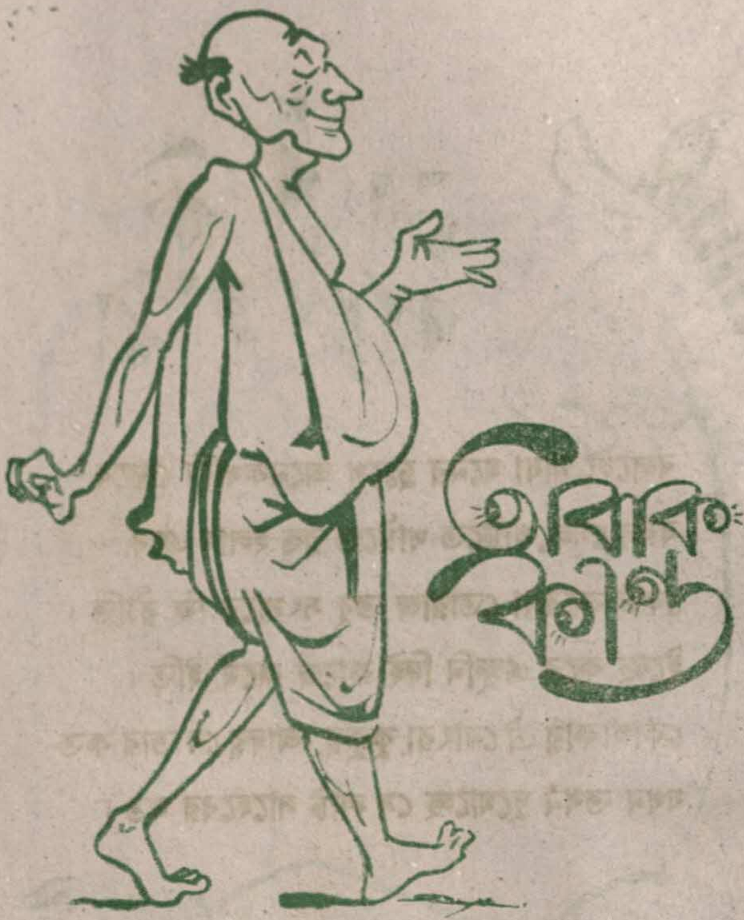
হাতীর মাথায় ছাতা

মাসি গো মাসি, পাচ্ছে হাসি
নিমগাছেতে হচ্ছে শিম্—
হাতীর মাথায় ব্যাঙের ছাতা
কাগের বাসায় বগের ডিম ॥
বল্‌বকি ভাই হুগ্‌লি গেলুম,
বল্‌ছি তোমায় চুপি-চুপি—
দেখতে পেলাম তিনটে শুয়োর
মাথায় তাদের নেইকো টুপি ॥

সাধে কি বলে গাধা



বললে গাধা মনের দুঃখে অনেকখানি ভেবে—
বয়স গেল খাটতে খাটতে বৃদ্ধ হলাম এবে,
কেউ করেনা তোয়াজ তবু সংসারে কি রীতি !
ইচ্ছে করে এক্ষুনি দিই কাজে কর্মে ইতি।
কোথাকার ঐ নোংরা কুকুর, আদর যে তার কত-
যখন তখন ঘুমোচ্ছে সে লাট সাহেবের মত।



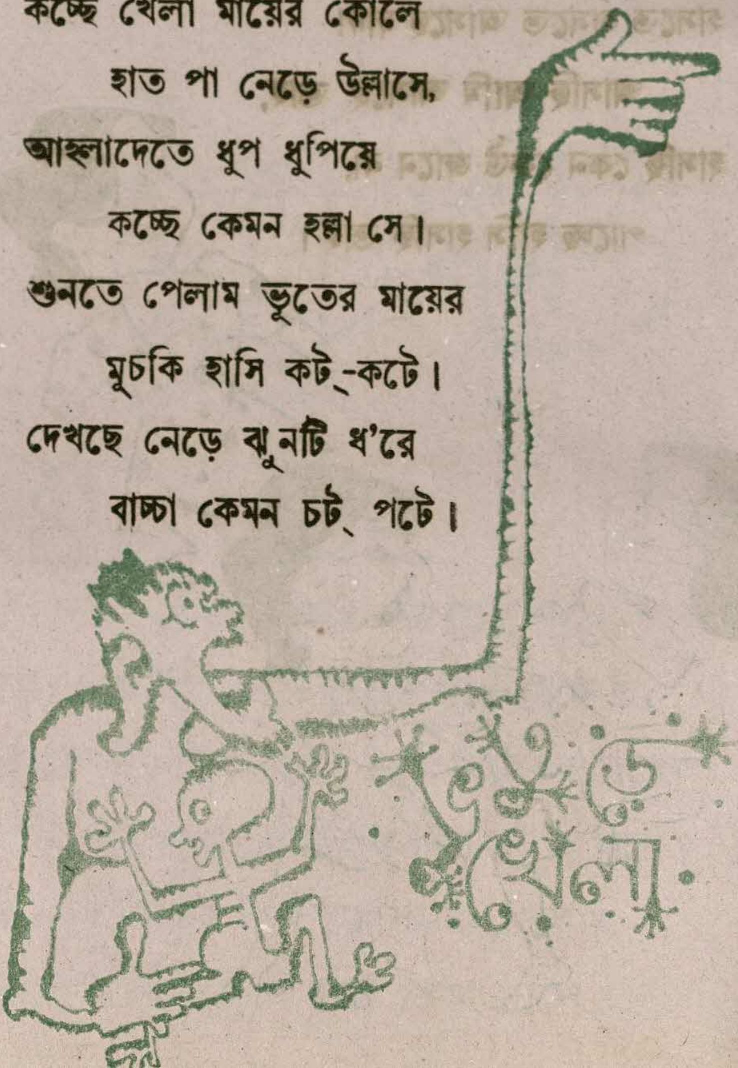
শুন্‌ছ দাদা! ঐ যে হোথায় বদ্যি বুড়ো থাকে,
চলতে গেলে ঠ্যাং নাকি ভুঁয়ের পরে ঠেকে?
কান দিয়ে সব শোনে নাকি? চোখ দিয়ে সব দেখে?
সে নাকি রোজ খাবার সময় হাত দিয়ে ভাত মাখে?
শুন্‌ছি নাকি খিদেও পায় সারাদিন না খেলে?
চক্ষু নাকি আপনি বোজে ঘুমটি তেমন পেলে?

আহ্লাদী

হাসছি মোরা হাসছি দেখ,
হাসছি মোরা আহ্লাদী,
তিনজনেতে জট্‌লা ক'রে
ফোক্‌লা হাসির পাল্লাদি।
হাসতে হাসতে আসছে দাদা
আসছি আমি আসছে ভাই,
হাসছি কেন কেউ জানে না,
পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই।



পরশু রাতে পষ্ট চোখে
দেখনু বিনা চশমাতে,
পান্ত ভুতের জ্যান্ত ছানা
করছে খেলা জোছনাতে।
কচ্ছে খেলা মায়ের কোলে
হাত পা নেড়ে উল্লাসে,
আহ্লাদেতে ধুপ ধুপিয়ে
কচ্ছে কেমন হল্লা সে।
শুনতে পেলাম ভুতের মায়ের
মুচকি হাসি কট্-কটে।
দেখছে নেড়ে ঝুনটি ধ'রে
বাচ্চা কেমন চট্ পটে।



এই দেখ পেনসিল্, নোট বুক এ-হাতে,
এই দেখ ভরা সব কিল বিল্ লেখাতে।
ভালো কথা শুনি যেই চট্‌পট্ লিখি তায়
ফড়িঙের ক'টা ঠ্যাং আরশুলা কি কি খায়,
আঙুলেতে আটা দিলে কেন লাগে চট্‌চট্,
কাতু কুতু দিলে গরু কেন করে ছট্‌ফট্।

নোট বই



নারদ নারদ



ক্যান্‌রে ব্যাটা ইসটুপিড ?
ঠেঙিয়ে তোরে কর্‌ব টিট্ ?"
"চোপরাও তুম্ স্পিকটি নট্,
মার্‌ব রেগে পটাপট—"
"ফের যদি টেরাবি চোখ
কিম্বা আবার কর্‌বি রোখ,
কিম্বা যদি অমনি করে
মিথ্যে মিথ্যে চ্যাঁচাস জোরে—"
আই ডোণ্ট কেয়ার কানাকড়ি
জানিস আমি স্যাণ্ডো করি ?"
ফের লাফাচ্ছিস অল্‌রাইট্
কামেন্ ফাইট্ ! কামেন ফাইট্ ।"





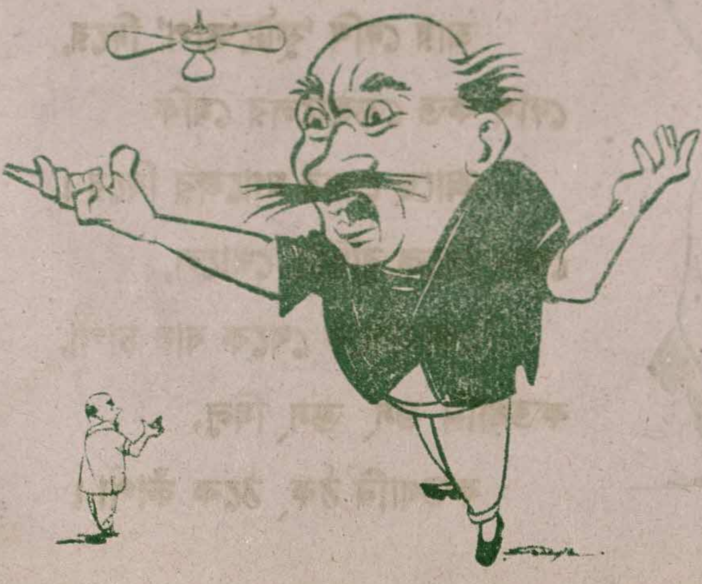
আরে আরে, ওকি কর প্যালারাম বিশ্বাস ?
ফোঁস্ ফোঁস্ অত জোরে ফেলোনাকো নিশ্বাস।
জানো নাকি সে-বছর ও-পাড়ার ভূতোনাথ,
নিশ্বাস নিতে গিয়ে হয়েছিল কুপোকাত ?
হাঁপ ছাড় হ্যাঁস ফ্যাঁস ও-রকম হাঁ করে—
মুখে যদি ঢুকে বসে পোকা মাছি মাকড়ে ?
বিপিনের খুড়ো হয় বুড়ো সেই হল রায়,
মাছি খেয়ে পাঁচ মাস ভুগেছিল কলেরায়।

আজগুবি নয় আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা।
ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জানোনা বুঝি ?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেক রকম পুঁজি !
শিশির ভেজা সদ্য ছায়া, সকাল বেলায় তাজা,
গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।
চিলগুলো যায় দুপুর বেলায় আকাশ পথে ঘুরে,
ফাঁদ ফেলে তার ছায়ার উপর খাঁচায় রাখি পুরে।



গোঁফচুরি

হেড অফিসের বড়বাবু লোকটি বড় শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জানত ?
দিব্যি ছিলেন খোস মেজাজে চেয়ারখানি চেপে,
একলা বসে ঝিম্ ঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে।
আঁৎকে ওঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখটি ক'রে গোল,
হঠাৎ বলেন "গেলুম গেলুম, আমায় ধরে তোল।"
তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউবা হাঁকে পুলিশ,
কেউবা বলে, "কামড়ে দেবে সাবধানেতে তুলিস।"
ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক করছে ঘোরা ঘুরি,
বাবু হাঁকেন, "ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি।"



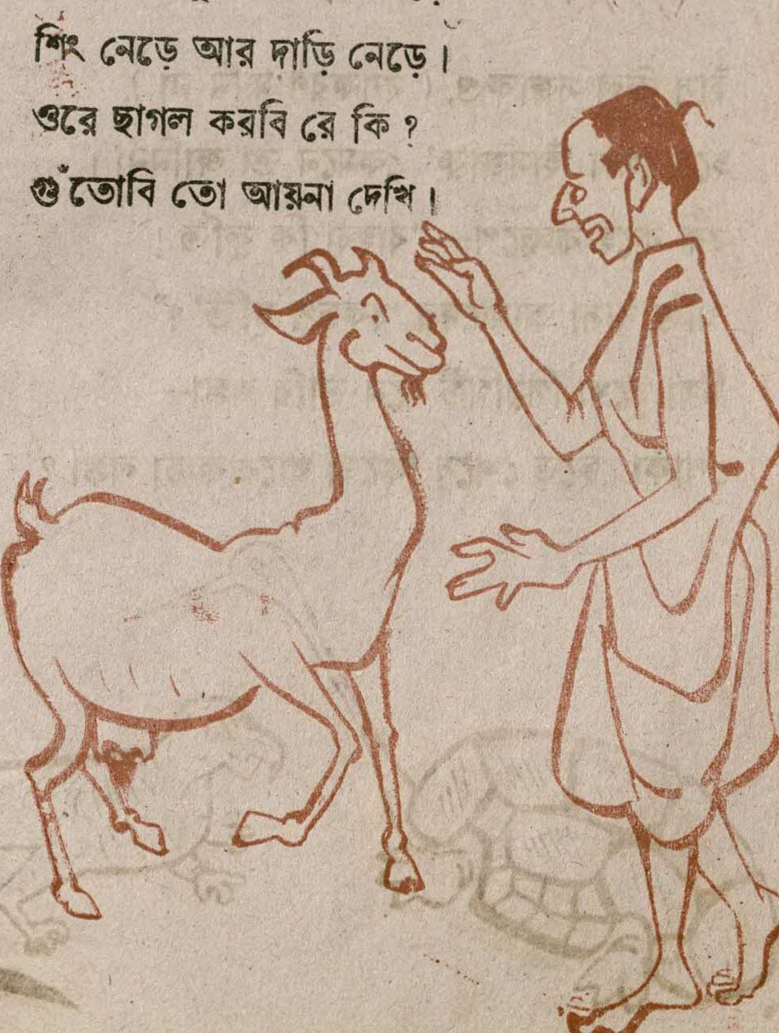
বিজ্ঞান শিক্ষা



আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি,
আয় দেখি 'ফুটস্কোপ' দিয়ে,
দেখি কত ভেজালের মেকি
আছে তোর মগজের ঘিয়ে।
কোন দিকে বুদ্ধিটা খোলে,
কোনদিকে থেকে যায় চাপা,
কতখানি ভস্ ভস্ ঘিলু,
কতখানি ঠক্ ঠকে ফাঁপা।

হিঁতে বিপরি

ওরে ছাগল বল্‌ত আগে
সুড় সুড়িটা কেমন লাগে ?
কই গেল তোর জারি জুরি
লম্ফ ঝম্ফ বাহাদুরি।
নিত্যি যে তুই আসতি তেড়ে
শিং নেড়ে আর দাড়ি নেড়ে।
ওরে ছাগল করবি রে কি ?
গুঁতোবি তো আয়না দেখি।



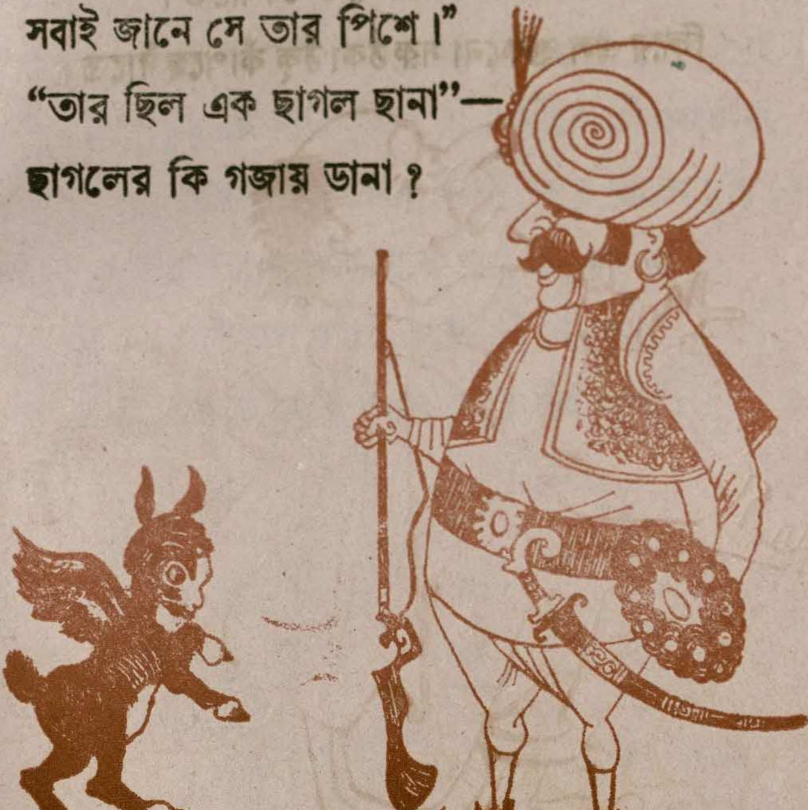


হাঁস ছিল সজারুও, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানিনা।
বক কহে কচ্ছপে—"বাহবা কি ফুর্তি!
অতি খাসা আমাদের 'বকছপ মূর্তি'।"
টিয়া মুখো গিরগিটি মনে ভারি শঙ্কা—
পোকা ছেড়ে শেষে কিগো খাবে কাঁচা লঙ্কা ?



গল্প বলা

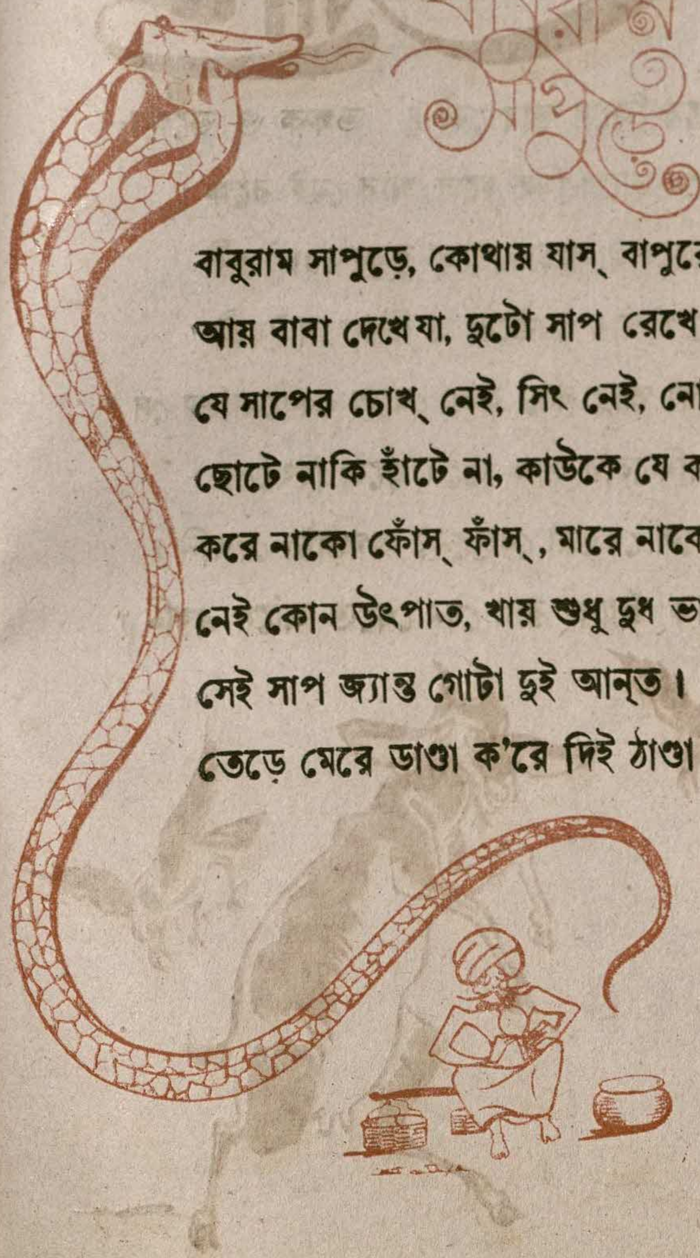
"এক যে রাজা"—"থাম না দাদা,
রাজা নয় সে, রাজ পেয়াদা।"
"তার যে মাতুল"—"মাতুল কিসে ?
সবাই জানে সে তার পিশে।"
"তার ছিল এক ছাগল ছানা"—
ছাগলের কি গজায় ডানা ?



ও পাড়ার নন্দগোঁসাই, আমাদের নন্দ খুড়ো.
স্বভাবেতে সরল সোজা অমায়িক শান্ত বুড়ো।
ছিলনা অসুখবিসুখ, ছিল সে যে মনের সুখে,
দেখা যেত সদাই তারে হুঁকো হাতে হাস্য মুখে।
হঠাৎ কি তার খেয়াল হল,
চল্‌ল সে তার হাত দেখাতে।
ফিরে এল শুকনো সরু ঠকা ঠক্ কাঁপছে দাঁতে।



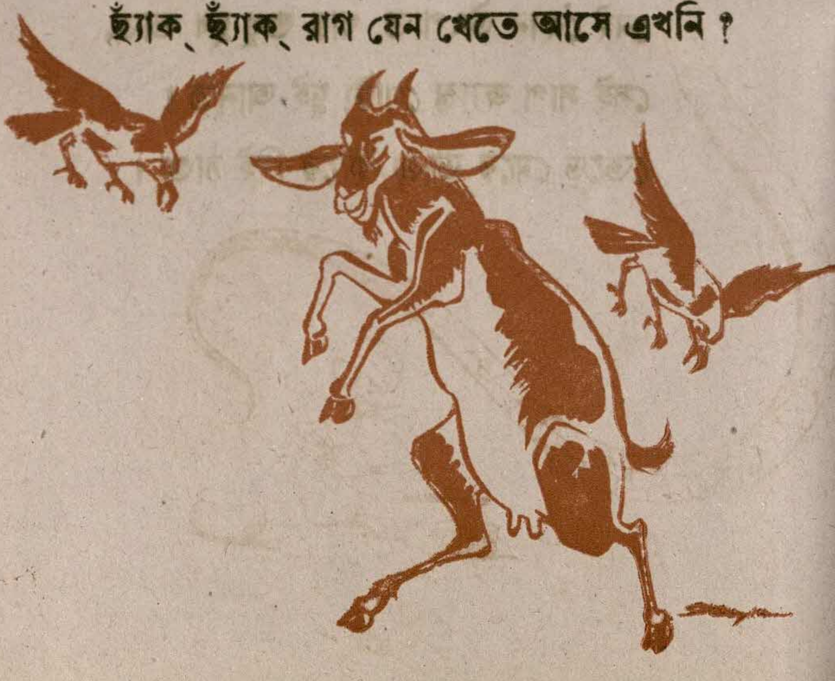
বাবুরাম সাপুড়ে



বাবুরাম সাপুড়ে, কোথায় যাস্, বাপুরে ?
আয় বাবা দেখে যা, দুটো সাপ রেখে যা—
যে সাপের চোখ্ নেই, সিং নেই, নোখ্ নেই,
ছোটে নাকি হাঁটে না, কাউকে যে কাটে না,
করে নাকো ফোঁস্ ফাঁস্, মারে নাকো ঢুঁশ ঢাঁশ,
নেই কোন উৎপাত, খায় শুধু দুধ ভাত,
সেই সাপ জ্যান্ত গোটা দুই আন্‌ত।
তেড়ে মেরে ডাণ্ডা ক'রে দিই ঠাণ্ডা।

আড়ি

কিসে কিসে ভাব নেই ? ভক্ষক ও ভক্ষ্য—
কাঘে ছাগে মিল হলে আর নেই রক্ষে।
শেয়ালের সাড়া পেলে কুকুরেরা তৈরী
সাপে আর নেউলে ত চিরকাল বৈরী !
আদা আর কাঁচ কলা মেলে কোনোদিন সে ?
কোকিলের ডাক শুনে জ্বলে হিংসেয় !
তেলে দেওয়া বেগুনের ঝগড়াটা দেখনি ?
ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ রাগ যেন খেতে আসে এখনি ?



গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা—
আওয়াজ খানা দিচ্ছে হানা দিল্লী থেকে বর্মা !
গাইছে ছেড়ে প্রাণের মায়া, গাইছে তেড়ে প্রাণপণ,
ছুটছে লোকে চারদিকেতে ঘুরছে মাথা ভন্‌ভন্‌ ।
মরছে কত জখম হয়ে করছে কত ছটফট্‌—
বলছে হেঁকে, “প্রাণটা গেল, গানটা থামাও
ঝট্‌ পট্‌ ।”



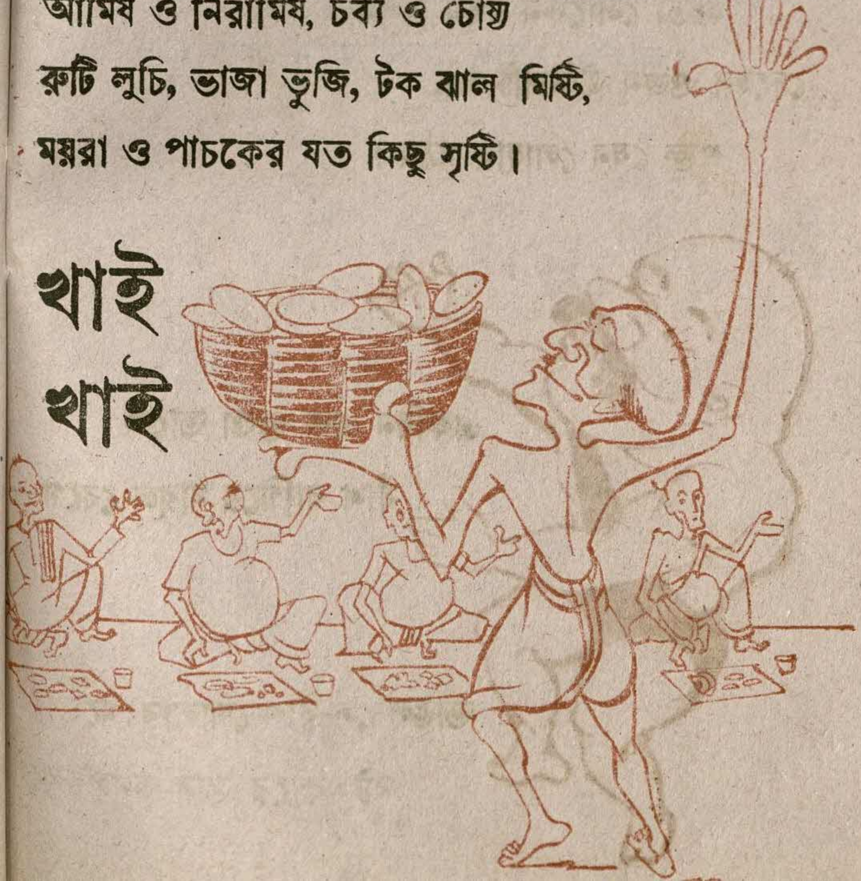
প্যাঁচা আর প্যাঁচানী



প্যাঁচা কয় প্যাঁচানী, খাসা তোর চ্যাঁচানি
শুনে শুনে আন্‌মন নাচে মোর প্রাণ মন!
মাজা-গলা চাঁচা সুর আহ্লাদে ভরপুর!
গলা-চেরা ধমকে গাছপালা চমকে,
সুরে সুরে কত প্যাঁচ গিট্‌কিরি ক্যাঁচ ক্যাঁচ্!
যত ভয় যত দুখ দুরু দুরু ধুক্ ধুক্,
তোর গানে পেঁচি রে সব ভুলে গেছিরে,
চাঁদ মুখে মিঠে গান, শুনে ঝরে দু'নয়ান।

খাই খাই করো কেন, এস বস আহারে—
খাওয়ার আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।
যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালির ভাষাতে
জড় করে আনি সব—থাক সেই আশাতে
ডাল ভাত তরকারি ফল মূল শস্য
আমিষ ও নিরামিষ, চর্ব্য ও চোষ্য
রুটি লুচি, ভাজা ভুজি, টক ঝাল মিষ্টি,
ময়রা ও পাচকের যত কিছু সৃষ্টি।

খাই খাই



পালোয়ান



খেলার ছলে ষষ্ঠি চরণ
হাতী লোফেন যখন তখন,
দেহের ওজন ঊনিশটি মণ,
শক্ত যেন লোহার গঠন।



একদিন এক গুণ্ডা তাকে
বাঁশ বাগিয়ে মার্‌ল বেগে—

ভাঙল সে-বাঁশ শোলার মতো
মট্‌, ক'রে তার কনুই লেগে

সিংহাসনে বস্‌ল রাজা বাজল কাঁসার ঘণ্টা
ছট্‌ফটিয়ে উঠল কেঁপে মন্ত্রী বুড়োর মনটা।
বল্‌লে রাজা, মন্ত্রী তোমার জামায় কেন গন্ধ ?
মন্ত্রী বলে, এসেন্স দিছি গন্ধ তো নয় মন্দ !
রাজা বলেন, মন্দ ভালো দেখুন শুঁকে বদ্যি,
বদ্যি বলে, আমার নাকে বেজায় হল সর্দি।
রাজা হাঁকেন, বোলাও তবে, রামনারায়ণ পাত্র,
পাত্র বলে, নস্যি নিলাম এক্ষুনি এইমাত্র।

গন্ধবিচার



একুশে আইন



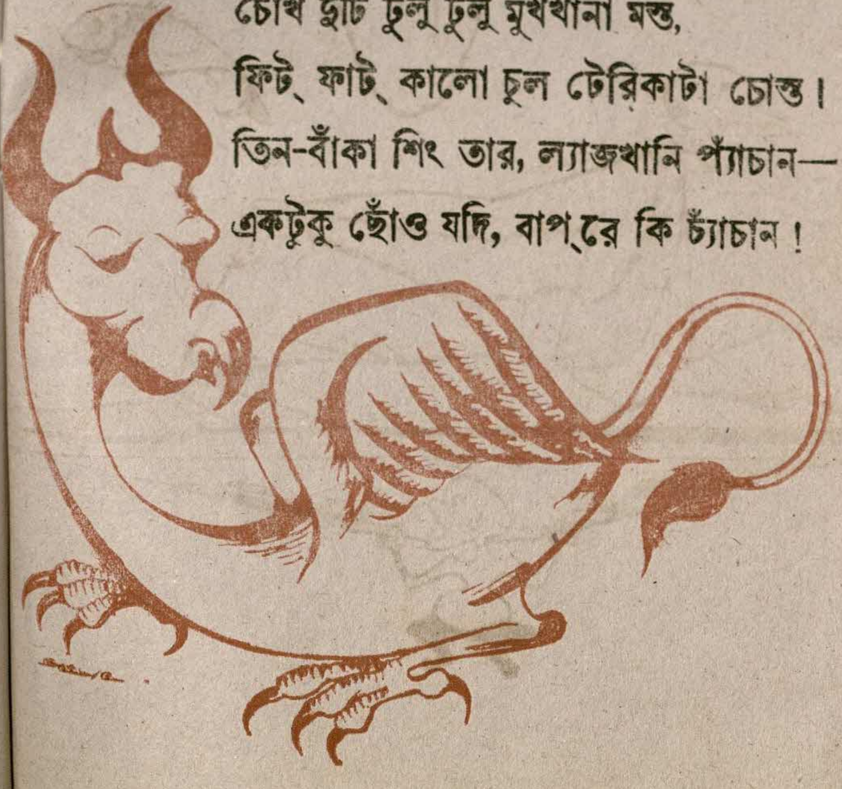
শিব ঠাকুরের আপন দেশে,
আইন কানুন সর্বনেশে!
কেউ যদি যায় পিছলে প'ড়ে
প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে,
কাজির কাছে হয় বিচার—
একুশ টাকা দণ্ড তার॥



কারুর যদি দাঁতটি নড়ে,
চারটি টাকা মাশুল ধরে,
কারুর যদি গোঁফ গজায়,
একশো আনা ট্যাক্স চায়—
খুঁচিয়ে পিঠে গুঁজিয়ে ঘাড়
সেলাম ঠোকায় একুশ বার।

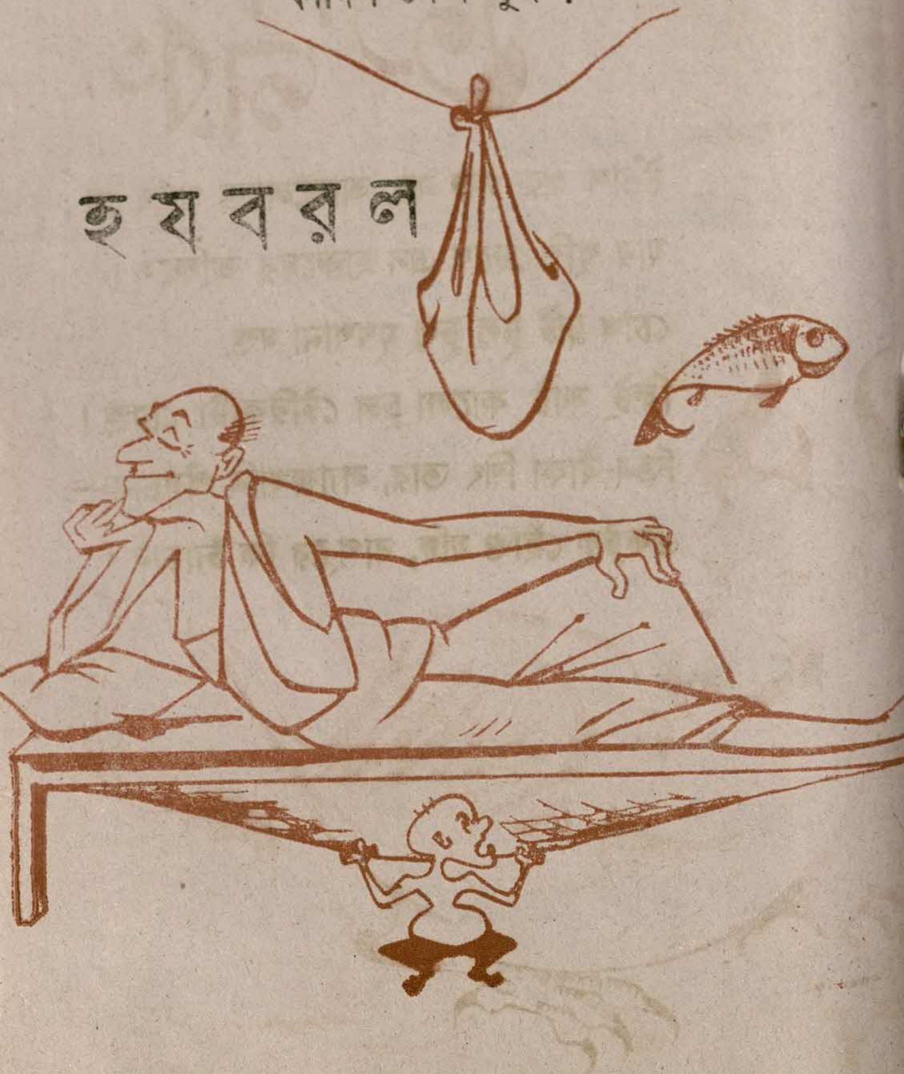
ট্যাঁশ গরু

ট্যাঁশ্ গরু গরু নয়, আসলেতে পাখি সে ;
যার খুশি দেখে এস হারুদের অফিসে।
চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু মুখখানা মস্ত,
ফিট্ ফাট্ কালো চুল টেরিকাটা চোস্ত।
তিন-বাঁকা শিং তার, ল্যাজখানি প্যাঁচান—
একটুকু ছোঁও যদি, বাপ্‌রে কি চ্যাঁচান !



একের পিঠে দুই   চৌকি চেপে শুই
পোঁটলা বেঁধে থুই   গোলাপ চাঁপা যুঁই
ইলিশ মাগুর রুই   হিঞ্চে পালং পুঁই
শান-বাঁধানো ভুঁই   গোবর জলে ধুই
কাঁদিস কেন তুই ?

হ য ব র ল





সব লিখেছে এই কেতাবে
দুনিয়ার সব খবর যত;
সরকারী সব অফিস খানার
কোন্ সাহেবের কদর কত।
কেমন ক'রে চাট্‌নি বানায়,
কেমন ক'রে পোলাও করে,
হরেক রকম মুষ্টি যোগের
বিধান লিখছে ফলাও ক'রে।



হাতুড়ে

একবার দেখে যাও ডাক্তারি কেরামৎ—
কাটা ছেঁড়া ভাঙা চেরা চট্ পট্ মেরামৎ।
কয়েছেন গুরু মোর, "শোন শোন বৎস,
কাগজের রোগী কেটে আগে কর মক্স।"
উৎসাহে কি না হয়? কি না হয় চেষ্টায়?
অভ্যাসে চট্‌পট্ হাত পাকে শেষটায়।

